মূল বিষয়

গুনাহ অর্থ অপরাধ। আরবীতে এ শব্দটিকে বলা হয় ইছম (إِثْمٌ)। অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যা সমাজে বেড়ে গেলে মানব সমাজ আশান্তিময় হয়। আর পরকালে যদি আমলনামায় বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) থাকে তবে মু'মিন ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। তাই, গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের সঠিক এবং পরিষ্কাার ধারণা থাকতে হবে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– বর্তমান কালের মুসলিমদের গুনাহর সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, কবীরা গুনাহর সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে ধারণা, সেটি কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য হতে বহু দূরে। এর ফলস্বরূপ একদিকে ব্যক্তি মুসলিম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অন্যদিকে মুসলিম সমাজও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই, বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো গুনাহর সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, কবীরা গুনাহর সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যগুলো উম্মাহর সামনে উপাস্থাপন করা। আর এর মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখা।

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী
যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

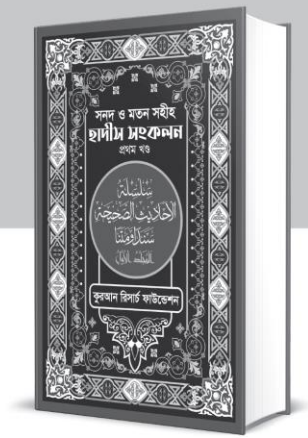

গুনাহ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা

গুনাহ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাসমূহ হলো–

১. নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে।
২. বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হয় এবং ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করলে ছোটো গুনাহ (ছগীরা গুনাহ) হয়।
৩. মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত– ছগীরা ও কবীরা।
৪. বিভিন্ন মত অনুযায়ী কবীরা গুনাহর সংখ্যা ৭০ থেকে ১৪০।

গুনাহ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার কুফল

গুনাহর প্রচলিত সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগের কারণে ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে মুসলিমদের এবং সাধারণভাবে মানব সভ্যতার যে প্রধান ও মূল ক্ষতিগুলো হচ্ছে তা হলো–

১. করণীয় কাজ না করার পর গুনাহগার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন তার সুবিধা হতে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে ইসলাম পালন করা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে করণীয় কাজ না করাও একটি নিষিদ্ধ বিষয়।
২. ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করার ধরনের ভিত্তিতে বড়ো গুনাহ হতে পারে– এ তথ্যটি অগোচরে থেকে যাওয়ার কারণে অসংখ্য মুসলিম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা

গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো– সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse), অনুশোচনা (Repentance) ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে।

অন্য কথায় নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও তার মাত্রা।
২. অনুশোচনা ও তার মাত্রা।
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রা।

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর ভিত্তিতে বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো।

Common sense/আকল

১. **ওজর (বাধ্য-বাধ্যকতা) নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার বিষয়ে Common sense :** হত্যা করা একটি বড়ো অপরাধ (গুনাহ)। মানুষ তাদের Common sense-এর আলোকে যে আইন তৈরি করেছে (মানব রচিত আইন) তাতে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আক্রমনকারীকে হত্যা করলে অপরাধ ধরা হয় না।

   তাই, Common sense অনুযায়ী, নিষিদ্ধ কাজ করার পর অপরাধ (গুনাহ) হওয়ার বিষয়ে ওজর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

২. **অনুশোচনা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার বিষয়ে Common sense :** অন্যায় কাজ করে কেউ যদি মন থেকে

সত্যিকারভাবে দুঃখ প্রকাশ করে তবে মানুষ সাধারণত তাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ প্রকাশ করা মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনুশোচনার বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তাই Common sense অনুযায়ী সহজেই বলা যায় যে– নিষিদ্ধ কাজ করার পর কেউ যদি মন থেকে অনুশোচনা প্রকাশ করে তবে আল্লাহর সে গুনাহ মাফ করে দেওয়ারই কথা।

আর তাই, Common sense অনুযায়ী– ইসলামী জীবন বিধানে অনুশোচনা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার একটি শর্ত।

৩. **উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার বিষয়ে Common sense :** যে ব্যক্তি ওজরের (বাধ্য-বাধকতা) কারণে মনে অনুশোচনা সহকারে কোনো একটি কাজ করে সে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় ব্যক্তি একটি কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করছে তবে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে– কাজটি সে বাধ্য-বাধকতার কারণে করছে না এবং তার মনে কাজটি করার ব্যাপারে কোনো অনুশোচনা নেই।

তাই, Common sense অনুযায়ী– ইসলামী জীবন বিধানে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার শর্ত হওয়ার কথা।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার শর্ত।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

অনুবাদ : নিশ্চয় তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা

হয়েছে। **তবে** যে বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে (তা খেতে) বাধ্য হবে তার কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতে প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন– মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকর এবং যে সকল জীব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে তা খাওয়া হারাম তথা কবীরা গুনাহ। তারপর উল্লিখিত জিনিসগুলো যে পরিস্থিতিতে খেলে গুনাহ হবে না তার দুটি এখানে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা দুটি হলো–

১. খেতে বাধ্য হওয়া তথা গুরুতর ওজর থাকা।

২. বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া।

অর্থাৎ প্রচণ্ড অনুশোচনা সহকারে যতটুকু না খেলে জীবন বাঁচে না ততটুকু খাওয়া।

এ আয়াতের আলোকে তাই বলা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার দুটি শর্ত হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse)।

২. অনুশোচনা (Repentance)।

তথ্য-২

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ
وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ ...

... ...

অনুবাদ : তোমরা তাদের (পালিত পুত্রদের) ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর কাছে এটা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। **তবে** তোমাদের মন যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে (তা অপরাধ হবে)। ... ...

(সুরা আহযাব/৩৩ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, ভুল করে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না। গুনাহ হয় নিষিদ্ধ কাজ– ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে বা অনুশোচনাহীনভাবে করলে।

তথ্য-৩

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ ... .

অনুবাদ : মু'মিনগণ যেন মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে; যে তা করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো (ঈমানের) সম্পর্ক থাকবে না, **তবে** তাদের পক্ষ থেকে (প্রচণ্ড) কোনো ক্ষতির ভয় থাকলে (বাহ্যত) ঐরূপ করলে দোষ নেই। ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে এমন কাফিরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যার মাধ্যমে নিজে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাফিরদেরকে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যারা কাফিরদেরকে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তাদের সাথে তাঁর ঈমানের সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ। আয়াতটির শেষে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, কোন অবস্থায় এ নিষিদ্ধ কাজটি করলে গুনাহ হবে না। সে অবস্থাটি হলো– কাফিরদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড ক্ষতির ভয় অর্থাৎ প্রচণ্ড ওজর থাকা।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ওজর একটি শর্ত।

তথ্য-৪

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

.

অনুবাদ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে

মৃত্যু হওয়া পশু, প্রহারে মৃত্যু হওয়া পশু, ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু হওয়া পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত্যু হওয়া পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া। (আরো হারাম করা হচ্ছে) পূজার বেদীতে বলী দেওয়া পশু এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা। এ সব পাপ-কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের জীবন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়ে গেছে সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকেই ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন-ব্যবস্থাকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম ও জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। **তবে** কেউ গুনাহ করার প্রবণতা ছাড়া তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম কিছু খেতে) বাধ্য হলে (ভিন্ন কথা)। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমার প্রথমে হারাম খাবারের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতটির শেষে এ খাবারগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'তবে কেউ গুনাহ করার প্রবণতা ছাড়া তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় খেতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়, হারাম খাবার খাওয়ার পর তথা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে দুটি শর্ত হলো–

১. ওজর তথা বাধ্য-বাধকতা।
২. গুনাহ করার প্রবণতা না থাকা তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে না করা। অর্থাৎ মনে কষ্ট বা অনুশোচনা থাকা।

তথ্য-৫

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ط .

অনুবাদ : আর অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে (অত্যাচার করে) তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোনো পথ নেই।

(সুরা শুরা/৪২ : ৪১)

ব্যাখ্যা : অত্যাচার করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। এ আয়াত অনুযায়ী অত্যাচারিত হওয়ার পর অত্যাচার করলে (প্রতিশোধ নিলে) কোনো শাস্তি নেই। কারণ, এতে কোনো অপরাধ হয় না। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ওজর একটি শর্ত।

তথ্য-৬

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে অমান্য করে শুধুমাত্র বাধ্য হওয়া অবস্থায় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল (তার কোনো গুনাহ নেই)। তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সদর (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন) উন্মুক্ত রাখে তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ। আর তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা নাহল/১৬ : ১০৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তথা কুরআনকে অমান্য করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে দুটি শর্ত হলো–

১. ওজর তথা বাধ্য-বাধকতা।
২. মন উন্মুক্ত না রাখা তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে না করা। অর্থাৎ মনে কষ্ট বা অনুশোচনা থাকা।

তথ্য-৭

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي
الْاَرْضِ ؕ قَالُوْۤا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ
وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ . اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ . فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا .

অনুবাদ : নিশ্চয় নিজেদের আত্মার ওপর জুলুমকারীদের (মনের বিরুদ্ধে গুনাহের কাজ করা মু'মিনদের) প্রাণ হরণকালে ফেরেশতাগণ বলে– তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে– পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম। তখন তারা (ফেরেশতারা) বলে– আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরাত করতে পারতে? তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ আবাস! **তবে** যেসব (প্রকৃত) অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু (হিজরাতের জন্য) কোনো উপায় খুঁজে পায় না এবং কোনো পথও পায় না (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। অতঃপর আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল ।

(সুরা নিসা/৪ : ৯৭-৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, নিজ বসবাস স্থানে অবস্থান করে মনের বিরুদ্ধে গুনাহর কাজ করে যেতে থাকা মু'মিনদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে– নিজ বসবাস স্থানে তারা কী অবস্থায় ছিল। জবাবে ঐ মু'মিনরা বলবে– তারা অসহায় ছিল। তখন ফেরেশতারা বলবে– 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তারা হিজরাত করতে পারতো?' এ কথার মাধ্যমে ফেরেশতারা ঐ মু'মিনদের জানিয়ে দিয়েছে– তারা ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পৃথিবীর যেখানে গেলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা যেত সেখানে চলে যায়নি কেন? এ কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

আয়াতটির শেষে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু প্রকৃতভাবে অসহায় ছিল এবং যারা হিজরাতের জন্য কোনো উপায় খুঁজে পায়নি এবং যাদের পথ জানা ছিল না তথা যাদের প্রকৃত ওজর ছিল তারা ক্ষমা পাবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে দুটি শর্ত হলো–

১. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা।
২. ওজর থাকা।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়া চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার শর্ত। ওপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতগুলো ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর। শর্ত তিনটি হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse)।
২. অনুশোচনা (Repentance)।
৩. উদ্ধার পাওয়া চেষ্টা।